“পাশ-ফেলে রাজি, ধর্মঘট তোলার আর্জি”

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ জুলাই)

স্কুলে পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকারের মতও এক। এমতাবস্থায় এসইউসি-কে আগামী ১৭ জুলাই রাজ্যে সাধারণ ধর্মঘটে না যাওয়ার আবেদন জানালেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের তরফে নির্দিষ্ট কোনও ঘোষণার আগে এসইউসি অবশ্য এখনও মত বদলাতে রাজি নয়।

রাজ্যে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা অবিলম্বে ফিরিয়ে আনার দাবিতে ১৭ তারিখ সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে এসইউসি। বিশেষত, নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য এই সিদ্ধান্ত জরুরি বলে তাদের যুক্তি। সেই মর্মে প্রচারে সাড়াও মিলছে বলে এসইউসি নেতৃত্বের দাবি। রাজ্য সরকার যাতে ৭ জুলাইয়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, সেই আর্জি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠিয়েছিলেন এসইউসি-র রাজ্য সম্পাদক সৌমেন বসু। তারপরে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী মহেন্দ্র পাণ্ডে জানিয়ে দেন, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই পাশ-ফেল ফেরাতে চায় কেন্দ্র। তখন আবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে রাজ্যের মত জানতে চান সৌমেনবাবু। তার প্রেক্ষিতে সোমবার সৌমেনবাবুকে ফোন করে ধর্মঘটে না যাওয়ার অনুরোধ করেছেন পার্থবাবু।

শিক্ষামন্ত্রী এ দিন বলেন, “এসইউসি-কে অনুরোধ, ধর্মঘটে যাবেন না। আমরা আপনাদের সঙ্গে একমত। এ ব্যাপারে দু’বার চিঠিও দিয়েছি।” সৌমেনবাবু অবশ্য বলেন, “পার্থবাবু যা জানিয়েছেন, সেই অনুযায়ী কেন্দ্রকে ওঁরা চিঠি দিয়েছিলেন ৮ মাস আগে। আবার চিঠি দিয়ে বুধবার আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন। আশা করব, সেদিন নির্দিষ্ট কিছু আশ্বাস দেবেন। আপাতত আমাদের কর্মসূচি বহাল থাকছে।”

http://www.anandabazar.com/state/partha-chatterjee-urges-to-suc-for-withdrawing-strike-dgtl-1.640593?ref=state-new-stry

ধন্য এস ইউ সি!

ধন্য এসইউসি! ধান্ধাবাজদের রাজনীতির জঙ্গলে তোমরাই একমাত্র স্বদেশি যুগের ছোঁয়া। কোনও কোনও সময় আমার মতো ছাপোষা যুবকের মনে হয়, এ যুগে তোমরা অচল পয়সা। এত নিষ্ঠাবান নিয়ে চলে না! কিন্তু দেখালে তোমরা!! তোমরাই পার। শাসকের উদ্ধত মস্তক নুইয়ে দিতে। তোমরাই একমাত্র দল যারা ভোটের স্বার্থে ‘ঐক্য’, ‘আন্দোলন’ এসব নকসা কর না, মহড়া দাও না। সিপিএম আমলে জান দিয়ে, রক্ত দিয়ে লড়েছো। জ্যোতি বসুর উদ্ধত মাথা নোয়াতে পেরেছো। প্রাইমারিতে ইংরেজি ফিরিয়ে এনেছ। মেরে খাও, ঝেড়ে খাও, পেটাও, নিকেশ কর, খুন কর, তোলাবাজি প্রাণখুলে চালাও— সিপিএম নেতাদের গুন্ডাবাজির বিরুদ্ধে তোমরা লড়েছ। আজ তৃণমূলকেও ছাড়ছ না। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলেছ আবার সেই কাঁটাকেও ভোঁতা করে দিচ্ছ। যে তৃণমূল কংগ্রেস পার্লামেন্টে পাশ-ফেল তুলে দিতে জোরালো সওয়াল করেছিল (সম্ভবত কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়) সেই তৃণমূলের মহাসচিব শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় তোমাদের নেতাদের ফোনের পর ফোন করে তোমাদের কথা মতো কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে লিখেছেন— প্রাইমারি থেকেই পাশ-ফেল চাই। চালু করার অনুমতি দিন। সাবাস বাঘের বাচ্চা! তোমাদের আন্দোলন গাড়ি পোড়ানো নয়, মস্তানি নয়, ডান্ডাবাজি নয়। রক্ত দিয়ে, চোখ খুইয়ে, প্রাণ খুইয়ে, তাজা যৌবনকে বিপথে যেতে না দিয়ে তোমরা গড়েছো সত্যিকারের বীরত্ব। ধন্য তোমরা। তাই আজকের (১৫ জুলাই, ২০১৭) ‘আজকাল’ পড়ে একটা বিরাট শক্তি পেলাম।

ইতি—কৃপাসিন্ধু

(হোয়াটস অ্যাপ থেকে পাওয়া)

পাশ-ফেল ঃ শ্রমজীবীদের অভিনন্দন

এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ১৪ জুলাই এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, আমরা এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু করার দাবিতে ১৭ জুলাই ১২ ঘন্টার সাধারণ ধর্মঘট পালন করার আহ্বান করেছিলাম। সংগঠিত-অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীরা তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার স্বার্থে এই সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কলে-কারখানায়, শ্রমিক মহল্লায় নিজেরাই প্রচারে নামেন। ব্যাপক শ্রমিক-কর্মচারীর এই উদ্যোগকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে, আগামী শিক্ষাবর্ষে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু করবে। সরকারের এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ১৭ জুলাই সাধারণ ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।

আমরা মনে করি, ধর্মঘটের সমর্থনে সকল অংশের শ্রমজীবী মানুষের দৃঢ় সক্রিয় ভূমিকাই পাশ-ফেল প্রথা চালু করার দাবি আদায় করে নিতে সক্ষম হল। আমরা আমাদের সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে সকল অংশের শ্রমজীবী মানুষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।